জীবন অবসরে

কর্মকান্ডের ব্যস্ততা ছেড়ে
ফেলে এসেছি অনেকগুলো বছর
এখন, প্রতি দিনের জীবন যাপন
এ যেন এক একঘেয়েমি বেসুরো সফর।
ঘুমন্ত প্রত্যুষে কিম্বা যথার্থ প্রভাতে
কেউ ডেকে তোলে না আর-
বেসিনের আয়নায় নিজের চেনা মুখখানা
রোজই দেখি একাধিক বার।
চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিই-
ঠান্ডার আচমকায় কিছুটা স্বস্তি পাই ভাল লাগার।
তথাপি বৃদ্ধ শরীরের অঙ্গে অঙ্গে ব্যথা
মনকে ব্যথিত করে তোলে বারংবার।
নতুন দিনের পুরোনো সে উদ্যম পাই নে ফিরে-
প্রারম্ভিক প্রত্যহটি প্রায়শঃ বোঝার মত অনাড়ম্বর!

সকালে চা এলে দু'দন্ড চা খাই
একত্র ব'সে দুজনে-
আমি আর পারিনে বানাতে
গিন্নীই করে সাবধানে।
সেই সময়টায় খানিকটা হাল্কা লাগে-
নতুনত্বের খোঁজ করি প্রতিদিনে।
ছেলেমেয়েদের কথা উঠে আসে প্রায়শঃ-
প্রায় একই ছকে বাঁধা দৈনন্দিন
আলোচ্য বিষয় গুলো কেমন রুটিন হ'য়ে গেছে
অভ্যাসে, চিন্তায়, উদ্যমে পরাধীন!

আমি জানি ও কি বলবে-
সেও জানে আমার বলবার কি কি কথা আছে-
নতুনত্বের দৈন্যে জীবন কাটে,
তথাপি ভাললাগে দুদন্ড একত্র থাকা, দু'জনা দু'জনার কাছে কাছে।

কোনো কোনো দিন সকালেই ফোন আসে,
মনে হয় এ বিড়ম্বনা কেন এই সকালবেলায়!
রিসিভারটা ও-ই তুলে নেয়-
কথা কোয়ে বুঝতে চায়, কারা কি জানতে-ব'লতে চায়।
আমি কখনও 'শোনা-না-যাওয়ার-মতো' হাল্কা গলায়
বলে ফেলি, 'ফোনটা কার?'
আমি নিশ্চিত জানি পরিচিত কারো আর
আমাদের তাদের কাছে নেই তেমন দরকার।
কদাপি ছেলেমেয়েদের ফোন এলে
অবশ্য আশাতীত কৌতূহল হয়।
নতুবা এই বেলায় আর সব 'কল্'
অকেজো বা বিভ্রান্তিকর মনে হয়।
তথাপি 'ফোন্টা' সকালে অকেজো করে রাখতে
মনে নানা প্রশ্ন জাগে, দুশ্চিন্তা হয়, ভয় হয়, আশঙ্কা হয়।

ফোন এলে, দৈবাৎ ওর পরিচিত কেউ হ'লে,
পনেরো মিনিটের নীচে কথার রেশ শেষ হয় না!
আমি ভাবি, ওপাশের ওই জন
কেন 'ফোনটা' ছাড়তে চাইছেন না-
এক আধ বার ভাবি কঠোর হ'য়ে ব'লব,
'এই সক্কাল বেলায় কার ওই ফোন্?'
'কে-ই বা তিনি, কি কথা বলেন অতক্ষণ?'
কিন্তু সহ্য করে যাই

নিজেকে ধৈর্য্য ধরতেই হয়
খ্যামোখা বিবাদ বাড়িয়ে এই সকাল বেলায়-
সে কেবল নিজেরই পরাজয়।
কে-ই বা চায় বাকি দিনটা আমার
সামান্য অসংযমে বিস্বাদ হয়ে যায়!

আমাদের মতো আশেপাশে নানান ফ্লাটে আছেন
বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত অনেক মানুষজন-
রিটায়ারমেন্টের টাকায় তাঁরাও করেন জীবন যাপন
তাদেরও প্রতিপলে আশংকা প্রতিক্ষণ
নির্বিঘ্নে কাটে না কারো জীবন।
প্রাণের তাগিদে কিছু কর্ম এ বয়সেও থেকেই যায়
পৃথিবীর রং যদিও ম্লান হয়ে গেছে এঁদের চোখের পাতায়
আর সব কম বয়সের মানুষের তুলনায়।
লেনদেন এখন সীমিত এঁদের চাহিদার আয়নায়
আয়ের সাথে তাল রেখে ব্যয় ধীর গতিতে ধাবমান-
শরীর ও মন সুস্থ রাখার তাগিদে
নানান আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টাই প্রধান।
তথাপি দেখতে ভালো লাগে জোড়ায় জোড়ায় চা খাওয়া,
পাশা পাশি ব'সে থাকা, সকাল বেলার এই কিছুক্ষণ!